তিস্তার পানির দাবিতে রোডমার্চ

নতজানু নীতি পরিহার করে তিস্তাসহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করুন

কমরেড খালেকুজ্জামান

তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের দাবিতে বাসদ-এর উদ্যোগে ২০-২১ মার্চ দুই দিনব্যাপী রোডমার্চ বগুড়া থেকে শুরু হয়

তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় ও মরুকরণের হাত থেকে দেশের উত্তরবঙ্গকে রক্ষা করার দাবিতে বাসদ-এর উদ্যোগে ২০-২১ মার্চ '১৯ দুই দিনব্যাপী রোডমার্চ অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়া থেকে শুরু করে তিস্তা ব্যারেজে গিয়ে রোডমার্চ সমাপ্ত হয়। ২০ মার্চ বগুড়া শহরের সাতমাথায় রোডমার্চ উদ্বোধন করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান। বাসদ বগুড়া জেলা আহ্বায়ক অ্যাড. সাইফুল ইসলাম পল্টুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ও কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন।

উদ্বোধন পরবর্তী রোডমার্চ বগুড়া শহর প্রদক্ষিণ করে গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ি, পীরগঞ্জ, শঠিবাড়ি, মিঠাপুকুর, মডার্ন মোড়ে সমাবেশ শেষে রংপুরে রাত্রীযাপন; ২১ মার্চ রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে সমাবেশ শেষে রোডমার্চ পলাশবাড়ি–বড়ভিটা–জলঢাকা–চাপানির হাটে পথসভা এবং বিকেলে তিস্তা ব্যারেজের সাধুর বাজারে অধ্যক্ষ ওয়াজেদ পারভেজের সভাপতিত্বে সমাপনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত স্থানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ নওগাঁ জেলা সমন্বয়ক জয়নাল আবেদীন মুকুল, সিরাজগঞ্জ জেলা আহ্বায়ক নব কুমার কর্মকার, রংপুর জেলা আহ্বায়ক আব্দুল কুদ্দুস, সদস্যসচিব মুমিনুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম জেলা বাসদ সমন্বয়ক ফুলবর রহমান, গাইবান্ধা জেলার সমন্বয়ক গোলাম রব্বানী, নীলফামারী জেলার সংগঠক ইউনুস আলী, বগুড়া জেলা সদস্যসচিব সাইফুজ্জামান টুটুল, নাটোর জেলার সংগঠক দেবাশীষ রায়, রাজশাহী জেলা সমন্বয়ক আলফাজ হোসেন যুবরাজ, ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি ইমরান হাবিব রুমন, শহীদুল ইসলাম, দীলরুবা নুরী, শ্যামল বর্মন, রাধা রানী বর্মন প্রমুখ।

রোডমার্চের সমাবেশে খালেকুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ নদী ও পানির দেশ। নদীবাহিত পলি স্তরে স্তরে জমে কোটি কোটি বছর ধরে বাংলাদেশের সৃষ্টি। দেশের ৮০ ভাগ এলাকাই সৃষ্টি হয়েছে এভাবে। তাই বাংলাদেশের নদীর প্রবাহ আর মানুষের জীবনপ্রবাহ অভিন্ন। এর ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেছে দেশের প্রকৃতি-পরিবেশ, শিল্প-কৃষি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মৎস্য সম্পদ, অর্থনীতি, স্থাপনা-ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প-সাহিত্যসহ সার্বিক জীবনব্যবস্থা। তিস্তা নদীর অববাহিকায় বসবাসরত মানুষের জন্যও এটা প্রযোজ্য। প্রতিটি নদীর উৎস থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অংশ এবং তার দুই তটে যতটুকু জায়গা সে বাহিত হয় সেই অংশকে বলা হয় অববাহিকা, যা প্রাকৃতিকভাবেই হয়।

তিনি বলেন, পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান ও পরিবেশ সম্মত ধারণা হলো–এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে অববাহিকা ভিত্তিক। এটাই বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। নদীর উৎপত্তি প্রাকৃতিকভাবে আর রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক-ভৌগলিকভাবে। কিন্তু নদীর গতি-প্রকৃতিকে যদি প্রাকৃতিকভাবে প্রবাহিত হতে দেয়া না হয়, সেটা হয় নদী আগ্রাসন। এর পরিণতিতে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ বিপত্তি। যেমন ১০ হাজার বছর আগে আজকের সাহারা মরুভূমিতে প্রবাহিত হতো নদী ও হ্রদ। নদীর প্রবাহমান ধারা হলো উপর থেকে নিচের দিকে। প্রবাহের ওপরের অংশে যদি কোন পরিবর্তন ঘটে তার প্রভাব নিচের অংশে পড়তে বাধ্য। তাই আমাদের দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর উপরের অংশে কোন পরিবর্তন ঘটলে বাংলাদেশে তার বিরূপ প্রভাব পড়তে বাধ্য, যা আমরা এখন বুঝতে পারছি। দিনে দিনে সেটা আরো ভয়াবহতা ঘটাবে।

খালেকুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ আজ মরুকরণের হুমকির মুখে। উজানে পানি সরিয়ে নেয়ার ভারতীয় আগ্রাসী তৎপরতা ও আমাদের সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতি, নদ-নদী-পানি সম্পদ সম্পর্কে ভ্রান্তনীতি ও দখল-দূষণে সহস্রাধিক নদী কমে ২৩০-এ নেমে এসেছে। খরা মৌসুমে বেশিরভাগ নদীতে পানি থাকে না। অনেক নদীই খালে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক নদী তিস্তা ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থিত জলপ্রবাহ নিয়ে এর অববাহিকার পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার বর্গ কিলোমিটার। যার মধ্যে বাংলাদেশে ২০ হাজার বর্গ কি.মি.। বাংলাদেশের সীমানা থেকে প্রায় ৭০ কি.মি. উজানে গজলডোবায় বাঁধ দেয়ার কারণে শুষ্ক মৌসুমে ২০১১ সালের পর থেকে পানি ছাড়ছে না। খরা মৌসুম আসতে না আসতেই পানি প্রবাহ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। চলতি বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে তিস্তায় গড়ে পানি প্রবাহ ছিল এক হাজার কিউসেক। ঐতিহাসিক গড় (১৯৭৩-৮৫) অনুযায়ী পানির প্রবাহ থাকার কথা কমপক্ষে ১০ হাজার কিউসেক। বিগত কয়েক বছর ধরে শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। তিস্তা ব্যারেজের বিভিন্ন ক্যানেলের মাধ্যমে সেচ মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রংপুর, দিনাজপুর ও নীলফামারী কমান্ড এলাকায় ১ লাখ ১০ হাজার হেক্টর জমিতে যে সেচ সুবিধা প্রদান করা হতো; এখন তা কমে শুধু নীলফামারীতে ৮ হাজার হেক্টরে নেমে এসেছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাবার কারণে বিকল্প সেচ ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলে আর্সেনিকের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পানি বণ্টনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে, তিস্তা নদীর পানির শতকরা ৩৬ শতাংশ পাবে বাংলাদেশ এবং ৩৯ শতাংশ পাবে ভারত, বাকি ২৫ শতাংশ পানি থাকবে নাব্যতা বজায় রাখার জন্য। কিন্তু কীভাবে পানি ভাগাভাগির এই হার নিশ্চিত হবে সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা ছিল না। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত যৌথবৈঠকে নতুন প্রস্তাব আসে তিস্তার পানির ৮০ শতাংশ ভারত-বাংলাদেশ সমান অংশে ভাগ করে নিবে অবশিষ্ট ২০ শতাংশ নদীর নাব্যতার জন্য রাখা হবে। ভারত এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি এবং পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের হিস্যার অংশও দিচ্ছে না।

শুধু তিস্তার পানিই সমস্যা নয়, ভারতের সাথে অভিন্ন ৫৪টি নদীসহ ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদীর পানি বণ্টনের সমন্বিত পরিকল্পনা জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করা দরকার। এ ছাড়া অভিন্ন নদীর অবহাহিকার অন্তভূক্ত দেশের ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ, পানির ব্যবহার নিয়ে বিরোধ, পরিবেশ রক্ষার সমন্বিত ও যৌথ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য চীন, ভারত, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভূটানের সাথে যৌথ কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।

প্রমত্তা তিস্তা নামে খ্যাত এই নদী বাংলাদেশের চতুর্থ বৃহত্তম নদী। উত্তর সিকিমে কৈলাস হ্রদ থেকে শুরু করে হিমালয় পর্বতের বুক চিরে সাপের মতো এঁকে বেঁকে ভারতের জলপাইগুড়ি হয়ে বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার ছাতনাই দিয়ে আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে তিস্তা। ৩১৫ কি.মি. দীর্ঘ তিস্তা অববাহিকার ১১৫ কি.মি. ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ১৭% পড়েছে বাংলাদেশে। তিস্তা আন্তর্জাতিক নদী হওয়া সত্ত্বেও ভারত উজানে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ৫ লাখ ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের জন্য পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে।

খালেকুজ্জামান বলেন, ভারত থেকে আগত ৫৪টি নদীতে একতরফা বাঁধ দিয়ে সকল প্রকার আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে পানি প্রত্যাহার করছে। ফারাক্কা বাঁধের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার কথা সকলের জানা। সুরমা-কুশিয়ারা তথা মেঘনা নদীর উজানে বরাক নদীতে টিপাই মুখে বাঁধ দিয়ে ভারত জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের নামে কার্যত সুরমা-কুশিয়ারা তথা মেঘনা নদীকে হত্যার পরিকল্পনা করছে। ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ভারতের এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়িত হলে নদীমাতৃক সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশ অনিবার্যভাবে মরুভূমির দেশে পরিণত হবে।

তিনি বলেন, তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যাসহ ভারত থেকে আগত সকল আন্তর্জাতিক নদীর পানি বণ্টনের বিষয়টি ভারত সরকার বিভিন্ন অজুহাতে ঝুলিয়ে রেখেছে। ভারতের শাসকগোষ্ঠী তাদের হীনস্বার্থে নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে কখনো পানি সমস্যাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগিয়েছে, কখনো সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার নামে পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করে চলেছে। একইভাবে বর্তমানে আমাদের দেশের নজিরবিহীন ভোট ডাকাতির মাধ্যমে গঠিত ফ্যাসিবাদী সরকারসহ অতীতের সকল সরকার নির্লজ্জভাবে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ভারতের প্রতি নতজানু থেকে কার্যত ভারতের আগ্রাসী পানি নীতিকে সমর্থন জুগিয়েছে। শাসক শ্রেণির ক্ষমতাসীন অংশ ভারতকে বন্ধু রাষ্ট্র এবং ক্ষমতা বহির্ভূত অংশ হিন্দু রাষ্ট্র বলে ভোটের রাজনীতিতে ফায়দা তুলতে ব্যস্ত। বাস্তবে বন্ধু বা হিন্দু রাষ্ট্র নয়, ভারত একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। ফলে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র অনুয়ায়ী ভারত পাশ্ববর্তী দেশের ওপর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করতে চায়। সেই জন্যই ভারতের বাতিল প্রকল্প বাংলাদেশে এনে সুন্দরবন ধ্বংস করে রামপাল বিদ্যুকেন্দ্র নির্মাণ করছে। বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতকে ট্রানজিট ও আমাদের বন্দর ব্যবহার অনুমতি সরকার ভারতকে দিয়েছে। অথচ তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা এবং নেপাল-ভুটানের সাথে যোগাযোগের জন্য মাত্র ৩০ কি.মি. করিডোর এখনও আদায় করতে পারছে না।

খালেকুজ্জামান বলেন, সম্প্রতি আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লি সফরের সময় বলেছেন 'ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর মতো এবং তিস্তার সমস্যা কোন সমস্যাই না।' এটা আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ ও অপমানকর। এর আগের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লি সফরে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে বৈঠকের পর গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, 'সরকারের চলতি মেয়াদেই তিস্তাসহ অভিন্ন সকল নদীর পানির সমস্যা সমাধান হবে।' ইতিপূর্বে এরূপ আশার বাণী আমরা বার বার শুনেছি। এর আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দোহাই দিয়ে ভারত সরকার পাশ কাটিয়ে গেছে। অথচ চুক্তি হবে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে। ভারত সরকার আন্তর্জাতিক নীতি লঙ্ঘন করে ভাটির দেশ বাংলাদেশের ন্যূনতম স্বার্থ বিবেচনা না করে একের পর এক নদীর পানি প্রত্যাহার করছে। বাংলাদেশের সরকার কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। বাসদসহ বিভিন্ন বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলসমূহের পক্ষ থেকে বার বার দাবি জানানো সত্ত্বেও ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের কারোর-ই কর্ণ-কুহরে এই দাবি প্রবেশ করছে না। জোট-মহাজোটের ভোটের রাজনীতির কাছে দেশ-জনগণ, নদী ও প্রাণ-প্রকৃতি, পরিবেশ কোন কিছুই গুরুত্ব পায় না।

কমরেড খালেকুজ্জামান ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহার আর সরকারের নতজানু নীতির প্রতিবাদে এবং তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে সকল বাম প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল, পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী, দেশের আপামর জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে দাবি আদায়ে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।